আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

জীবন বৃত্তান্ত

নাম	ঃ	**অধ্যাপক ডা. মু. নজরুল ইসলাম**
পিতার নাম	ঃ	মোঃ মুনসুর আলী
মাতার নাম	ঃ	নুরজাহান বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	গ্রাম- মালুহার, ডাকঘর- নাচনমহল, উপজেলা-নলছিটি, জেলা- ঝালকাঠি-৮৪০০
বর্তমান ঠিকানা	ঃ	ফ্ল্যাট নং- ৬ এফ, ১৬, দিলু রোড, এ্যাভালন চৌধুরী হাউস, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ই-মেইলঃ	ঃ	**nazhf327@gmail.com**
সেল নং	ঃ	**০১৭১২১৫৬৩২৭**
বর্তমান কর্মস্থল	ঃ	অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, অর্থোপেডিক বিভাগ, হলিফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ১ নং ইস্কাটন গার্ডেন রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
প্রাইভেট চেম্বার	ঃ	পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিঃ, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।
শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	এসএসসি- ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, প্রথম বিভাগ-১৯৮১ এইচএসসি- নটরডেম কলেজ, ঢাকা- প্রথম বিভাগ-১৯৮৩ এমবিবিএস- শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল-১৯৯১ ডি অর্থো- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-২০০৯

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা **জয় বঙ্গবন্ধু**

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

ঃ সক্রিয় আওয়ামী পরিবারের সদস্য হিসাবে ১৯৮৪ সনে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রলীগে যোগদান।

ক) বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন।

খ) স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সদস্য।

গ) স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ মনোনীত প্যানেল থেকে পরপর তিনবার বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) নির্বাচনে কেন্দ্রীয় নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য।

ঘ) স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের প্যানেল থেকে সর্বশেষ বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স এসোসিয়েশন (বিপিএমপিএ) নির্বাচনে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক।

ঙ) ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের বিগত ও বর্তমান কমিটির (পরপর দুইবার) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক।

রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ

ঃ বরিশাল শের-এ বাংলা মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগে যোগদানের পরে ১৯৮৪ সাল থেকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দূর্দিনে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তিকে মোকাবেলা করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের স্লোগান প্রতিষ্ঠাই ছিল মূল লক্ষ্য। পড়াশোনার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও তৎকালীন বিএনপি ও জামায়াত শিবিরের মোকাবেলায় মাঠে সক্রিয় ভূমিকা পালন। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে শোকের মাসে ১৫ই আগস্ট পালন করা নিয়ে তখনকার সরকার ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের রক্তচক্ষু মোকাবেলা করে শোক দিবস পালনসহ আওয়ামী ছাত্রলীগের বিভিন্নি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ। নব্বুইয়ের গণ অভ্যুত্থানে ২৭ নভেম্বরে ডা. মিলন হত্যার পরে বাংলাদেশে প্রচন্ড গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বরিশাল মেডিকেল কলেজ শাখার একজন নেতা হিসেবে লাগাতার আন্দোলনে কর্মসুচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ৬ই ডিসেম্বরে সৈরাচার এরশাদের পতন পর্যন্ত রাজপথে আন্দোলন।

১৯৯৫-৯৬ সালে হলিফ্যামিলি হাসপাতালে চাকরিরত অবস্থায় শুধুমাত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ধারণ করায় প্রমোশনে নানা টালবাহানার শিকার। মাগুরার তৎকালীন উপ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির পরিপ্রেক্ষিতে ভুলুণ্ঠিত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সৈরাচারী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে তৎকালীন খালেদা জিয়া সরকারের রোষানলে পড়ে বারবার চাকরি হারানোর হুমকি থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ। ২০০১ এর কারচুপির নির্বাচনের পরে তৎকালীন জোট সরকার ক্ষমতায় বসেই স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের নেতৃত্বে থাকায় এম এস অর্থোপেডিকস (২০০১) কোর্সের ফার্স্ট পার্ট কম্প্লিট করা সত্বেও সেকেন্ড পার্টের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে জীবনের অনেক মূল্যবান সময় তৎকালীন বিএনপি ও জামায়াত জোট সরকারের কারণে ব্যয় হয়ে যায়। বিএনপি সরকারের কারণে চাকরিতে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জেল-জুলুম উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আদর্শকে ধারণ করে চিকিৎসক আন্দোলনে মাঠ পর্যায়ে বিশেষ ভুমিকা পালন। ২০০১ সালের পরে বিএনপির রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা না করে আওয়ামী লীগের মাঠের রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা। বিশেষ করে ২০০৪ সালের ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার সময় স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের হয়ে ডা. রুহুল হক স্যারের নেতৃত্বে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও আহত রোগিদের চিকিৎসা সেবার খোঁজ-খবর রাখা।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা **জয় বঙ্গবন্ধু**

ওয়ান ইলেভেনের সময় আওয়ামী লীগের দূর্দিনে ও জননেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তি আন্দোলনে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

সামাজিক কার্যক্রম ঃ ব্যাক্তিগত উদ্যোগে গরিব ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রীসহ অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ। করোনা সংক্রমনের সময়ে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে দুই হাজারের বেশী করোনা রোগীর জন্য বিনামূল্যে ঔষধ সামগ্রী বাসায় সরবরাহ যা ঐ সময়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ সর্বমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল ।

পিতার রাজনৈতিক পরিচয় ঃ পিতা মোঃ মুনসুর আলী **১৯৬২-৬৩** সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যোগদান করেন। **১৯৭১** সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তার পিতা ও আপন বড় ভাইয়ের একই মাসে মৃত্যুর কারণে ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতে যেতে পারেননি। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে দুইজন প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যের সঙ্গে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও মোঃ মুনসুর আলী এলাকায় থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা খাওয়া ও নিরাপত্তা নিয়েও কাজ করেছেন। ঐ সময়েই এই অঞ্চলে তাদের নেতৃত্বে মেনাজউদ্দীন নামের এক কুখ্যাত রাজাকারকে ধরে হত্যা করা হয়েছিল। মোঃ মুনসুর আলী একজন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে শিক্ষার উন্নয়নে এলাকায় অনেক কাজ করেছেন। **১৯৭৯** সালের সামরিক সৈরাচার জিয়াউর রহমানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে ব্যাপক কারচুপির প্রতিবাদ করায় তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। শিক্ষকতা ও জনসেবার পাশাপাশি তিনি আজীবন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ধারক হিসেবে এলাকায় শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করে গেছেন যা এলাকার গণমানুষ এখনও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিকা ঃ ঢাকা মহানগর দক্ষিন আওয়ামী লীগ এর স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক হিসাবে ঢাকা মহানগর দক্ষিনের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় ও বিশেষ করে ঢাকা-৮ সংসদীয় এলাকায় থানা ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেত্রীবৃন্দকে নিয়ে নৌকা ও জোটের প্রার্থীদের পক্ষে ব্যাপক প্রচারনায় অংশগ্রহন।

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কার্যক্রমে ভূমিকা ঃ জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন থানা, ওয়ার্ড, ইউনিট কমিটি গঠনের লক্ষ্যে নিজ এলাকা ঢাকা-৮ ও সংসদীয় আসন-৯ এর সাংগঠনিক টিমের সদস্য হিসাবে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও সদস্য পদ নবায়ন এবং কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালনসহ প্রতিটি সাংগঠনিক কার্য্যক্রর্মে সক্রিয় অংশগ্রহন।

প্রকাশিত বই সমূহ ঃ ইতোমধ্যে প্রকাশিত বই সমূহের মধ্যে রয়েছে- মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল (সহজ সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহের উপস্থাপনা ও প্রেক্ষিত বর্ণনা। মহানায়কের মহাকাব্য (সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের প্রতিটা চরণের ভূমিকা, প্রেক্ষাপট বর্ণনা যা শিশু-কিশোরদের জানা দরকার তারই প্রামাণ্য উপস্থাপনা। কেন তিনি জাতির পিতা (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত ও রঙিন এ্যালবাম, বাংলাদেশের সফলতম প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বইটির মোড়ক উন্মোচন করেছিলেন ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে) হাড় সুস্থ রাখুন ভাল থাকুন (সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে লেখা বইটি চল্লিশোর্ধ মানুষের কাছে ব্যপক প্রশংসিত হয়েছে) ও করোনাকালীন সামাজিক উপন্যাস তিনশ পয়ষট্টি দিন যা পাঠক মহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছে।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা **জয় বঙ্গবন্ধু**

গবেষণা ঃ গণকবর, বদ্ধভূমি ও প্রতিরোধ যুদ্ধ নিয়ে গবেষণার কাজ চলমান। বাংলাদেশে সুস্থ ধারার রাজনীতির সঙ্কট কাটানোর জন্য মৌলিক গণতন্ত্র নিয়ে গবেষণার কাজ চলমান।

ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অভিপ্রায় ঃ বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তি আর জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এবং সৃজনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়তে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা। এজন্য প্রথমে প্রয়োজন রাজনৈতিক গবেষণা। যে গবেষণা একটি রাজনৈতিক আদর্শের আয়না হিসেবে কাজ করবে। যে গবেষণার ফলাফল মুক্তিদ্ধের ধারণায় সোনার বাংলা গড়ে তুলতে একটি প্রতিফলন হিসেবে কাজ করবে। সুস্থ ধারার রাজনীতিকে সামনে নিয়ে আসতে জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে নিরলস কাজ করে চলেছেন, সেই রাজনৈতিক বিপ্লবকে সফল করে তুলতে নেত্রীর নেতৃত্বকে মাথায় নিয়ে নিরলস কাজ করাটাই এখন সব থেকে বেশি প্রয়োজন, সেই লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রকৃত কর্মীবাহিনী নিয়ে তৃণমূলের আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করা। জনসেবা হল রাজনীতির প্রধান চাহিদা, সেই ধারণায় বাংলাদেশের রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করাটাই হল ভবিষ্যতের অভিপ্রায়।